তারিখ 16 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

দৈনিক
ইত্তেফাক

পাইকগাছা (খুলনা): উপজেলা পাবলিক লাইব্রেরি ভবনের সামনে অবাধে গবাদি পশু বিচরণ করছে — ইত্তেফাক

পাইকগাছার পাবলিক লাইব্রেরি ও জাদুঘরের করুণ অবস্থা

উপজেলা প্রশাসন ও পৌরসভার রশি টানাটানির ফলে পাবলিক লাইব্রেরি ও যাদুঘর করুণ অবস্থায় পরিণত হয়েছে। উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এ প্রতিষ্ঠান, বঞ্চিত হচ্ছে পাঠক সমাজ। লাইব্রেরি প্রাঙ্গণ ও বারান্দায় গরু-ছাগলের বিচরণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। পৌরসভার প্রাণকেন্দ্রে ঐতিহ্যখ্যাত পাইকগাছা পাবলিক লাইব্রেরী ও জাদুঘর

■ পাইকগাছা (খুলনা) সংবাদদাতা

পাইকগাছায় উপজেলা প্রশাসন ও পৌরসভার রশি টানাটানির ফলে পাবলিক লাইব্রেরি ও জাদুঘর করুণ অবস্থায় পরিণত হয়েছে। উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এ প্রতিষ্ঠান, বঞ্চিত হচ্ছে পাঠক সমাজ। লাইব্রেরি প্রাঙ্গণ ও বারান্দায় গরু-ছাগলের বিচরণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। পৌরসভার প্রাণকেন্দ্রে ঐতিহ্যখ্যাত পাইকগাছা পাবলিক লাইব্রেরী ও যাদুঘর। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট স.ম. বাবর আলী, রাড়ুলী ইউপি চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ ও গাজী মিজানুর রহমান মন্টু এর প্রতিষ্ঠা করেন। পাঁচ হাজার টাকায় দু'শ' আজীবন সদস্য ও দু'শ' বই নিয়ে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে বইয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ হাজারের মতো। শহীদ এমএ গফুর মিলনায়তনে লাইব্রেরির উদ্বোধন হয়। বর্তমানে অনেকগুলো বই চুরি ও নষ্ট হয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠানের নামে পৌরসভার প্রাণকেন্দ্র আদালত চত্বর এলাকায় জমি কেনা হয়। যেখানে তৈরি করা হয় দু'কক্ষবিশিষ্ট একতলা ভবন। ভবনটির দোতলার কাজ শুরু করলেও ১৬-১৭ বছরেও তা সম্পন্ন হয়নি। ভবনের অনেকাংশে ফাটল দেখা দিয়েছে। ভাঙা ১৩টি আলমারি, ২০টি চেয়ার ও তিনটি টেবিল যা ব্যবহার অনুপযোগী। প্রতিষ্ঠার পর থেকে দু'তিনশ' পাঠকের আনাগোনা থাকলেও বর্তমান পাঠকশূন্য হয়ে পড়েছে। কোনো কোনো দিন দু'একজন পাঠক অতি প্রয়োজনে গেলেও অধিকাংশ সময় থাকে পাঠকশূন্য। লাইব্রেরিয়ান আবুল কালাম আজাদ বলেন, দু'বছর আগে আমাকে পৌরসভার মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এখানে এসে যা পেয়েছি তা নিয়েই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি।

পৌর মেয়র সেলিম জাহাঙ্গীর বলেন, ১৯৯৯ সালের ১৮ আগষ্ট অলিখিতভাবে লাইব্রেরি ও জাদুঘর দেখাশোনার দায়িত্ব পান। উপজেলা পরিষদ লিখিতভাবে হস্তান্তর না করায় অবকাঠামো কোনো পরিবর্তন করা বা জাদুঘরের স্মৃতি নিদর্শন রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট স.ম. বাবর আলী বলেন, যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলাম আমি দায়িত্বে না থাকায় তা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পৌরসভা দায়িত্ব পেয়েও কোনো কিছু করছে না। যা কিছু আছে সবই ধ্বংস হচ্ছে।